পদ প্রকরণ

তানহি খান তানহা

পদ

বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দকে পদ বলে।

পদ

বিভক্তিযুক্ত শব্দকেই পদ বলে।

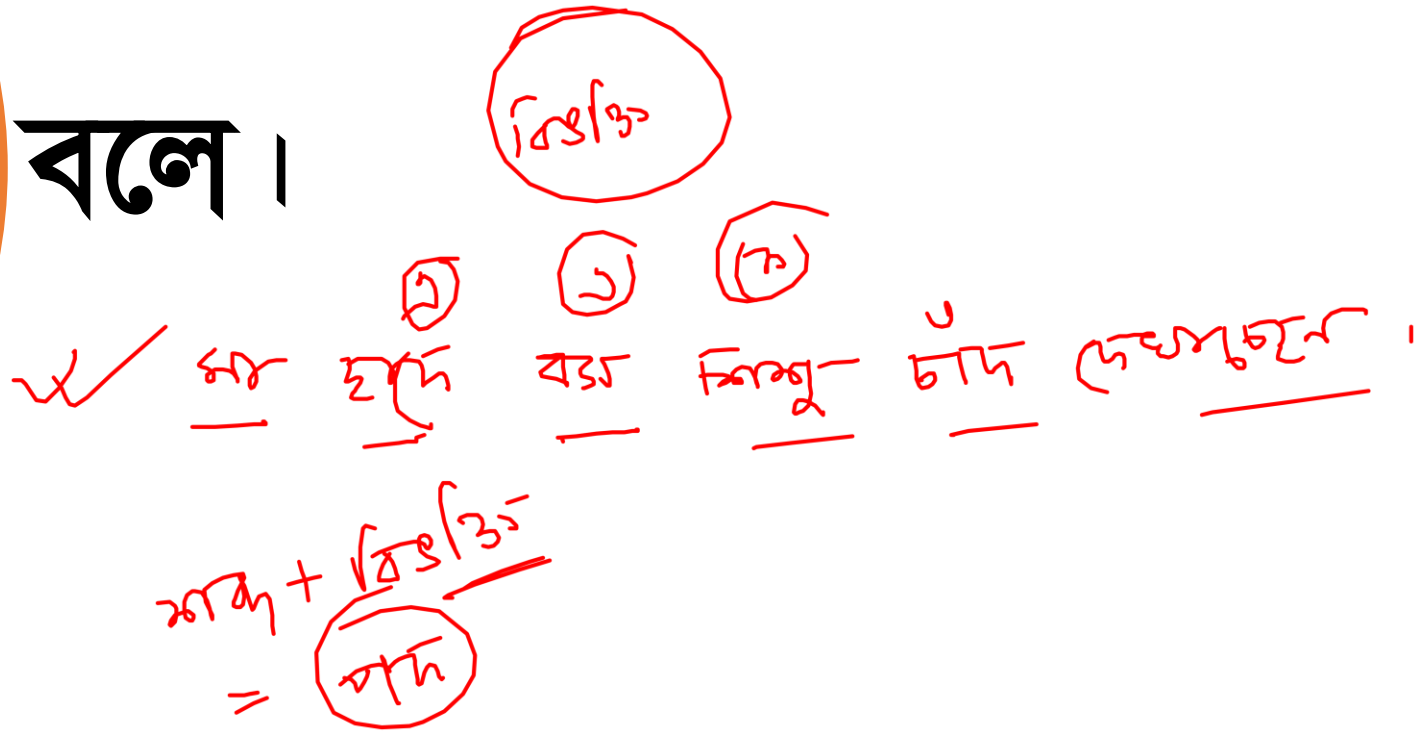

লগ্নক

শব্দ যখন বাক্যের মধ্যে থাকে, তখন তার নাম হয় পদ। পদে পরিণত হওয়ার সময়ে শব্দের সঙ্গে কিছু শব্দাংশ যুক্ত হয়, এগুলোর নাম লগ্নক। লগ্নক চার ধরনের:

বিভক্তি: ক্রিয়ার কাল নির্দেশের জন্য এবং কারক বোঝাতে পদের সঙ্গে যেসব শব্দাংশ যুক্ত থাকে, সেগুলোকে বিভক্তি বলে। বিভক্তি দুই প্রকার: ক্রিয়া-বিভক্তি ও কারক-বিভক্তি। 'করলাম' ক্রিয়াপদের 'লাম' শব্দাংশ হলো ক্রিয়া-বিভক্তি এবং 'কৃষকের' পদের 'এর' শব্দাংশ কারক-বিভক্তির উদাহরণ।

নির্দেশক: যেসব শব্দাংশ পদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পদকে নির্দিষ্ট করে, সেগুলোকে নির্দেশক বলে। 'লোকটি' বা 'ভালোটুকু' পদের 'টি' বা 'টুকু' হলো নির্দেশকের উদাহরণ।

বচন: যেসব শব্দাংশ পদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পদের সংখ্যা বোঝায়, সেগুলোকে বচন বলে। 'ছেলেরা' বা 'বইগুলো' পদের 'রা' বা 'গুলো' হলো বচনের উদাহরণ।

বলক: যেসব শব্দাংশ পদের সঙ্গে যুক্ত হলে বক্তব্য জোরালো হয়, সেগুলোকে বলক বলে। 'তখনই' বা 'এখনও' পদের 'ই' বা 'ও' হলো বলকের উদাহরণ।

ছেলেরা ক্রিকেট খেলে

- সলগ্নক পদ
- অলগ্নক পদ

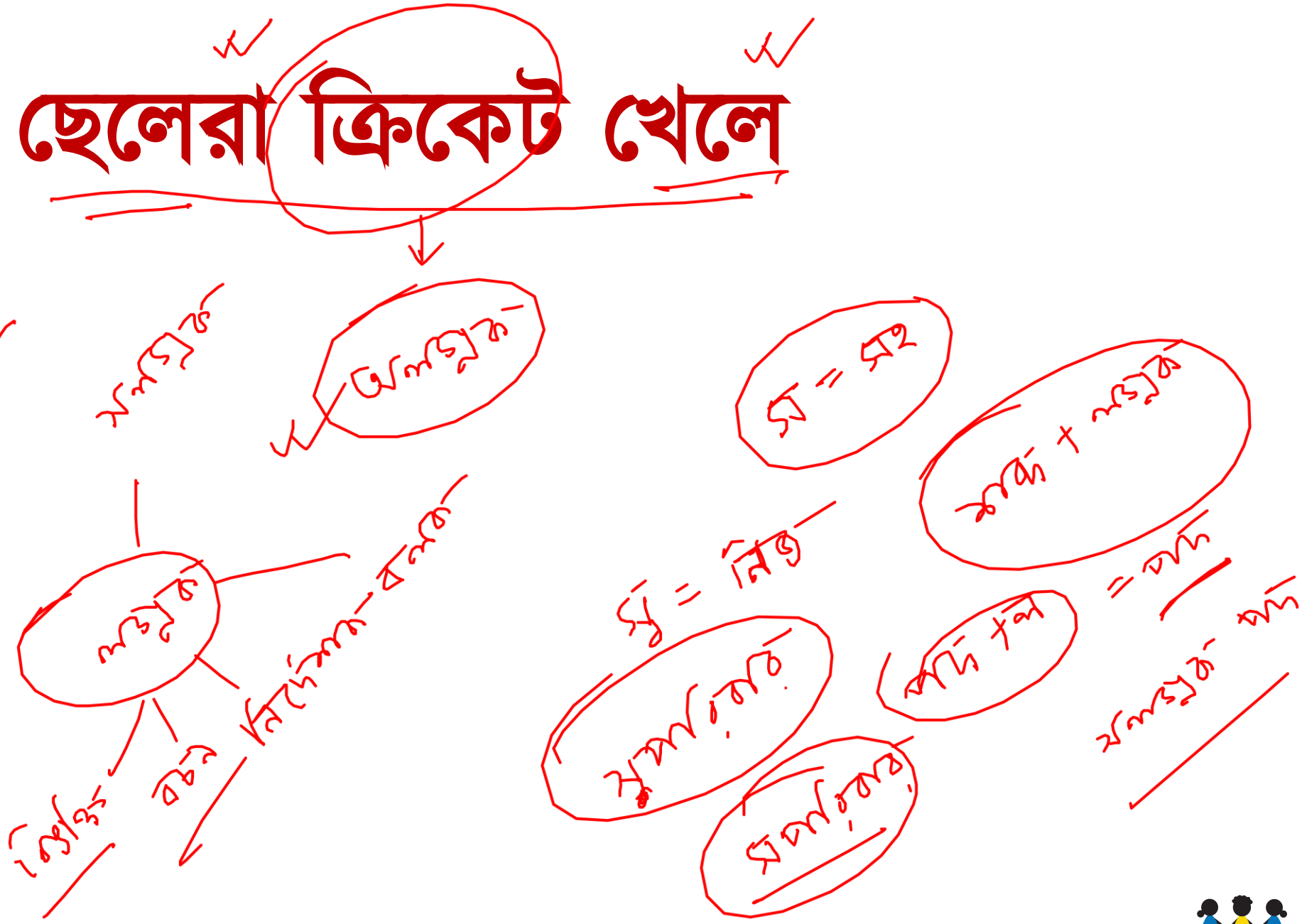

পদের প্রকারভেদ

পদ প্রধানত ২

প্রকার-

সব্যয় পদ

অব্যয় পদ।

সব্যয় পদ

- বিশেষ্য
- বিশেষণ
- সর্বনাম
- ক্রিয়া

P2A

পদ ৫ প্রকার

- বিশেষ্য
- বিশেষণ
- সর্বনাম
- অব্যয়
- ক্রিয়া

P2A

(নতুন বই)

পদ ৮ প্রকার

- বিশেষ্য
- বিশেষণ
- সর্বনাম
- ক্রিয়া
- ক্রিয়াবিশেষণ
- অনুসর্গ
- যোজক
- আবেগ

P2A

ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণিকে আট ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রচলিত ব্যাকরণে পদ ৫ প্রকার হলেও প্রমিত ব্যাকরণে ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি ৮ প্রকার। অর্থাৎ ৫ প্রকারকে ভেঙে ৮ প্রকার করা হয়েছে। বিশেষণকে ভেঙে 'বিশেষণ' ও 'ক্রিয়াবিশেষণ' করা হয়েছে। আর অব্যয়কে ভেঙে 'যোজক', 'অনুসর্গ' ও 'আবেগ-শব্দ' নাম দেওয়া হয়েছে।

P2A

নিম্নে পার্থক্য করে দেখানো হলো

ক্রমিক	পদ		ক্রমিক	ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি
১	বিশেষ্য		১	বিশেষ্য
২	সর্বনাম		২	সর্বনাম
৩	বিশেষণ		৩	বিশেষণ
			৪	ক্রিয়াবিশেষণ (বিশেষণের একটি প্রকার)
৪	ক্রিয়া		৫	ক্রিয়া
৫	অব্যয়	সমুচ্চয়ী অব্যয়	৬	যোজক
		অনুসর্গ অব্যয়	৭	অনুসর্গ
		অনন্বয়ী অব্যয়	৮	আবেগ-শব্দ

P2A

পদ/পদ প্রকরণ

পদ ও পদ প্রকরণ ব্যাকরণের শব্দতত্ত্বে আলোচিত হয়।

তবে **পদক্রম এবং পদ পরিবর্তন** বাক্যতত্ত্বে আলোচিত হয়।

পদ নির্ণয়

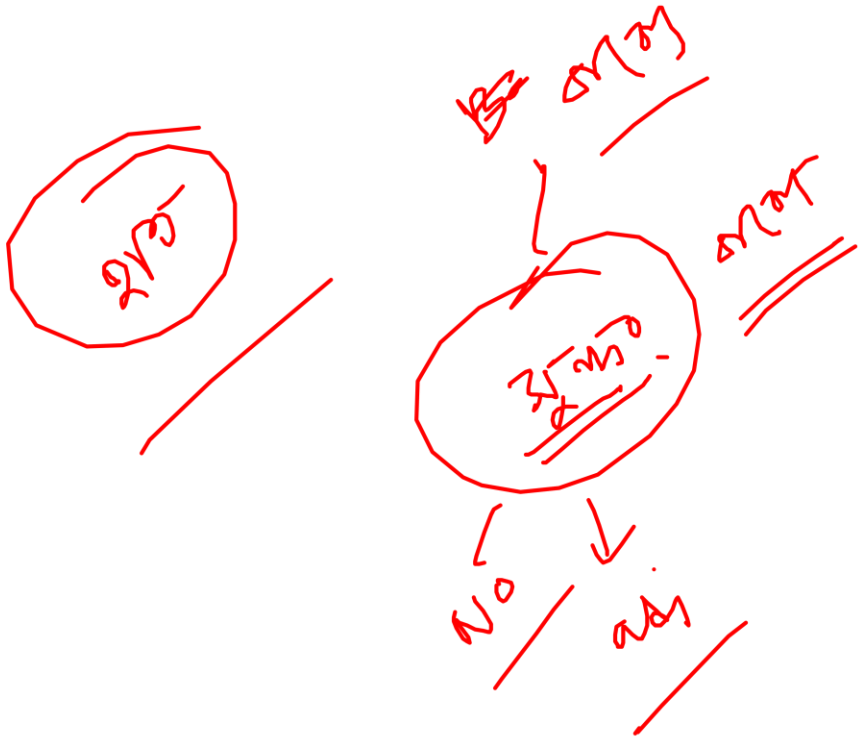

তোমার **হাতে** কী?

ডাকাত আমার সব **হাতিয়ে** নিয়েছে।

জঙ্গীরা **হাত** বোমা মেরে পালিয়ে গেলো।

P2A

বিশেষ্য পদ

কোন কিছুর নামকেই বিশেষ্য বলে।

যে পদ কোন ব্যক্তি, বস্তু, প্রাণী, সমষ্টি, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম, গুণ ইত্যাদির নাম বোঝায়, তাকে বিশেষ্য পদ বলে।

P2A

বিশেষ্য পদ

৬ প্রকার

- নামবাচক বা সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য
- জাতিবাচক বিশেষ্য — মানুষ
- বস্তুবাচক বা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য — কলম
- সমষ্টিবাচক বিশেষ্য — শ্রেণি

ক্রিয়া বিশেষ্য (verbal Noun)

- ভাববাচক বিশেষ্য → পড়া
- গুণবাচক বিশেষ্য → তারুণ্য

বিশেষ্য পদ

নামবাচক বা সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য:

জাতিবাচক বিশেষ্য:

বস্তুবাচক বা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য:

সমষ্টিবাচক বিশেষ্য:

ভাববাচক বিশেষ্য:

গুণবাচক বিশেষ্য:

P2A

সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য ও জাতিবাচক বিশেষ্য পদের পার্থক্য

সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য

রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি লিখেছেন।

রহিম মারা গেছে।

এ গ্রামের পাশ দিয়ে যমুনা বয়ে গেছে।

আমি কখনো হিমালয় দেখি নি।

জাতিবাচক বিশেষ্য

কবি, বই

মানুষ মরণশীল।

নদী সমুদ্রে পতিত হয়।

পর্বতের শোভাই আলাদা।

P2A

প্রশ্নোত্তর পর্ব

কোনটি গুণবাচক বিশেষ্য?

ক) দর্শন

খ) তারুণ্য

গ) রোগা

ঘ) সকল

সর্বনাম পদ

বিশেষ্য পদের পরিবর্তে যে পদ ব্যবহৃত হয়, তাকেই সর্বনাম পদ বলে।

সর্বনাম পদ

সাকিব ভালো ছেলে

সে নিয়মিত স্কুলে যায়

সর্বনাম পদের শ্রেণিবিভাগ

১. ব্যক্তিবাচক বা পুরুষবাচক : আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, সে, তারা, তাহারা, তিনি, তাঁরা, এ, এরা, ও, ওরা

২. আত্মবাচক : স্বয়ং, নিজ, খোদ, আপনি, ~~খোদ~~

৩. সামীপ্যবাচক : এ, এই, এটি, এরা, ইহারা, ইনি

৪. দূরত্ববাচক : ঐ, ঐসব, সব, ওটি, ওটা, উনি

৫. সাকল্যবাচক : সব, সকল, সমুদয়, তাবৎ

P2A

সর্বনাম পদের শ্রেণিবিভাগ

প্রশ্নবাচক: কে, কী, কোন, কাহার, কার, কীসে

অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক: কোন, কেহ, কেউ, কিছু

ব্যতিহারিক: আপনা আপনি, নিজে নিজে, আপসে (পারস্পরিক সহযোগিতা বা নির্ভরতা)

সংযোগজ্ঞাপক: যে, যিনি, যার, যাঁরা, যাহারা

অন্যাদিবাচক: অন্য, অপর, পর

P2A

সাপেক্ষ সর্বনাম

কখনও কখনও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক সর্বনাম পদ একই সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে দুটি বাক্যের সংযোগ সাধন করে থাকে। এদেরকে বলা হয় সাপেক্ষ সর্বনাম।

যত চাও তত লও।

সাপেক্ষ সর্বনাম

যত চাও তত লও (সোনার তরী)

যত চেষ্টা করবে ততই সাফল্যের সম্ভাবনা।

যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা।

যত গর্জে তত বর্ষে না।

P2A

প্রশ্নোত্তর পর্ব

কোনটি প্রশ্নবাচক সর্বনামের উদাহরণ?

ক) স্বয়ং

খ) কবে

গ) সকল

ঘ) এটি

পুরুষ ৩ প্রকার

উত্তম পুরুষ

মধ্যম পুরুষ

নামপুরুষ

সর্বনামের পুরুষ

পুরুষভেদে ক্রিয়ার রূপের পার্থক্য দেখা যায়

বিশেষণ ও অব্যয় পদের কোন পুরুষভেদ নেই।

P2A

বিশেষণ পদ

যে পদ বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে, তাকে বিশেষণ পদ বলে।

P2A

বিশেষণ পদ

বিশেষণ পদ অন্য কোন পদ সম্পর্কে তথ্য বা ধারণা প্রকাশ করে, বা অন্য পদকে বিশেষায়িত করে।

P2A

একটি ফটোগ্রাফ

- সফেদ দেয়াল
- শান্ত ফটোগ্রাফ
- জিজ্ঞাসু অতিথি
- ছোট ছেলে
- নিস্পৃহ কণ্ঠস্বর
- তিনটি বছর (সংখ্যাবাচক বিশেষণ)
- রুক্ষ চর
- প্রশ্নাকুল চোখ
- ক্ষীয়মাণ শোক
- সহজে হয়ে গেল বলা (ক্রিয়া বিশেষণ)

বিশেষণ পদ

প্রধানত ২ প্রকার

- নাম বিশেষণ
- ভাব বিশেষণ।

নাম বিশেষণ

যে বিশেষণ পদ কোনো বিশেষ্য বা সর্বনাম পদকে বিশেষায়িত করে তাকে নাম বিশেষণ বলে।

বিশেষ্যের বিশেষণ

সাকিব ভালো ছেলে

শিশির দুষ্ট মেয়ে

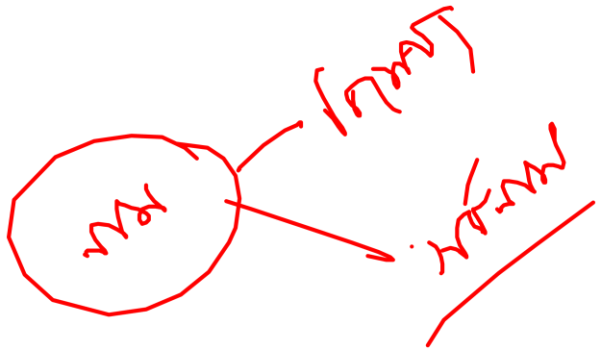

সর্বনামের বিশেষণ

সে রূপবান ও গুণবান।

নাম বিশেষণকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

- রূপবাচক - কালো মেঘ, নীল আকাশ, সবুজ মাঠ।
- গুণবাচক - দক্ষ কারিগর, ঠাণ্ডা হাওয়া, চৌকস লোক।
- অবস্থাবাচক - মোটা মেয়ে, রোগা ছেলে, তাজা মাছ, খোঁড়া পা।
- সংখ্যাবাচক - শ টাকা, হাজার লোক, দশ দশা।
- ক্রমবাচক - পঞ্চাশ পৃষ্ঠা, অষ্টম শ্রেণি, প্রথমা কন্যা।
- পরিমাণবাচক - এক কেজি চিনি, তিন কিলোমিটার রাস্তা, বিঘাটেক জমি, দশ শতাংশ ভূমি, হাজার টনী জাহাজ।
- অংশবাচক - খোল আনা দখল, সিকি পথ, অর্ধেক সম্পত্তি।
- উপাদানবাচক - কাঠের দরজা, পাথরের ঘর, কালো মাটি।
- প্রশ্নবাচক - কেমন অবস্থা? কতদূর পথ?
- নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক - এই মেয়ে, ষোলই ডিসেম্বর ইত্যাদি।

P2A

প্রশ্নোত্তর পর্ব

কোনটি পরিমাণবাচক বিশেষণের উদাহরণ?

ক) কালো মেঘ

খ) হাজার লোক

গ) দশ টাকা

ঘ) তিন কিলোমিটার

ভাব বিশেষণ

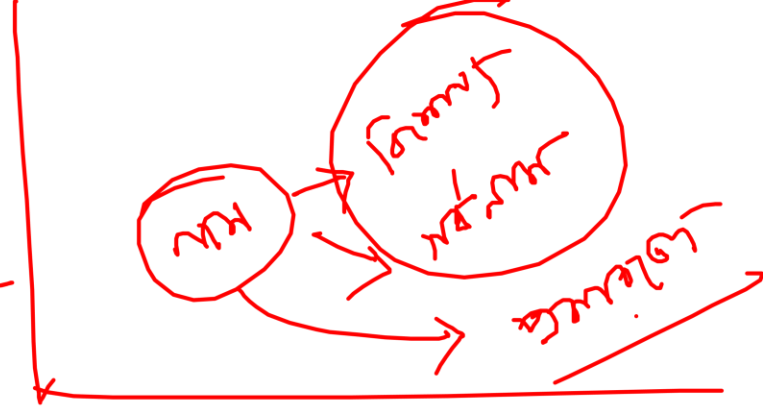

যে বিশেষণ পদ **বিশেষ্য বা সর্বনাম** পদ ছাড়া অন্য কোন পদকে বিশেষায়িত করে, অর্থাৎ অন্য কোন পদ সম্পর্কে কিছু বলে, তাকে ভাব বিশেষণ বলে। ভাব বিশেষণ ৪ প্রকার-

ভাব বিশেষণ

- ক্রিয়া বিশেষণ
- বিশেষণের বিশেষণ
- অব্যয়ের বিশেষণ
- বাক্যের বিশেষণ

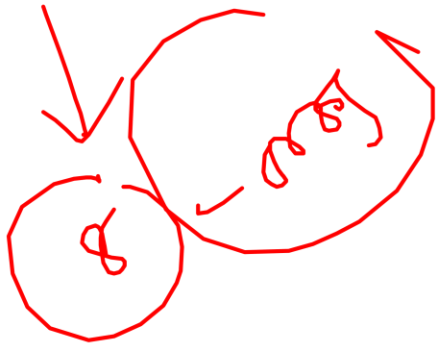

P2A

ক্রিয়া বিশেষণ

ধীরে ধীরে বায়ু বয়

বিশেষণের বিশেষণ

কোন বিশেষণ যদি অন্য একটি বিশেষণকে বিশেষায়িত করে, তাকে বিশেষণের বিশেষণ বলে।

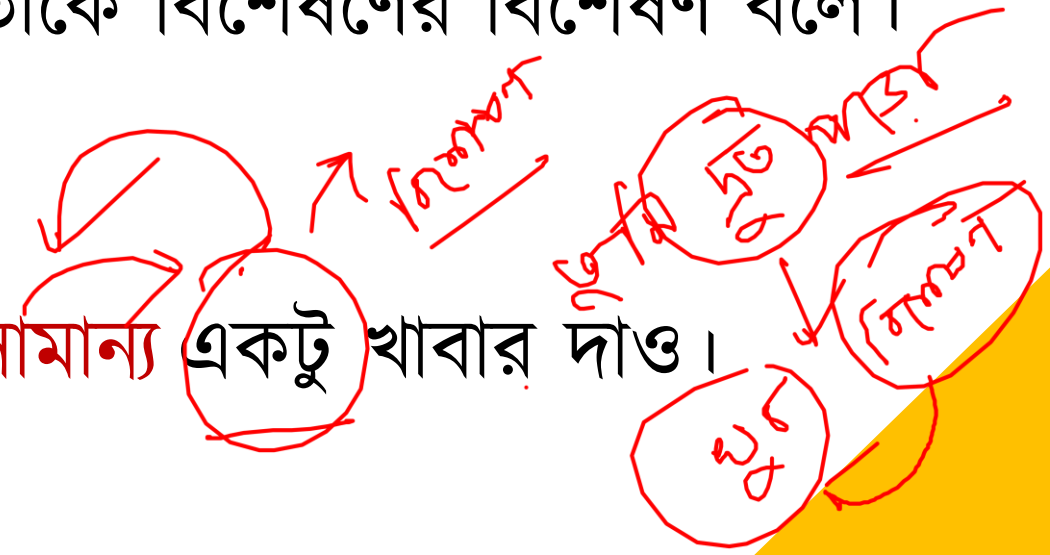

সামান্য একটু খাবার দাও।

অব্যয়ের বিশেষণ

অব্যয় পদ বা অব্যয় পদের অর্থকে বিশেষায়িত করে :

ধিক তারে, শত ধিক নির্লজ্জ যে জন।

বাক্যের বিশেষণ

কোন পদকে বিশেষিত না করে সম্পূর্ণ বাক্যটিকেই বিশেষিত করে

দুর্ভাগ্যক্রমে আজ সারাদিন ইলেক্ট্রিসিটি ছিল না।

বাস্তবিকই আজ আমাদের কঠিন পরিশ্রমের প্রয়োজন।

নির্ধারক বিশেষণ

দ্বিরুক্ত শব্দ ব্যবহার করে যখন একের বেশি কোনো কিছুকে বোঝানো হয় তাকে নির্ধারক বিশেষণ বলে।

যেমন-

রাশি রাশি ভারা ভারা ধান

লাল লাল কৃষ্ণচূড়ায় গাছ ভরে আছে।

P2A

বিশেষণের অতিশায়ন (degree)

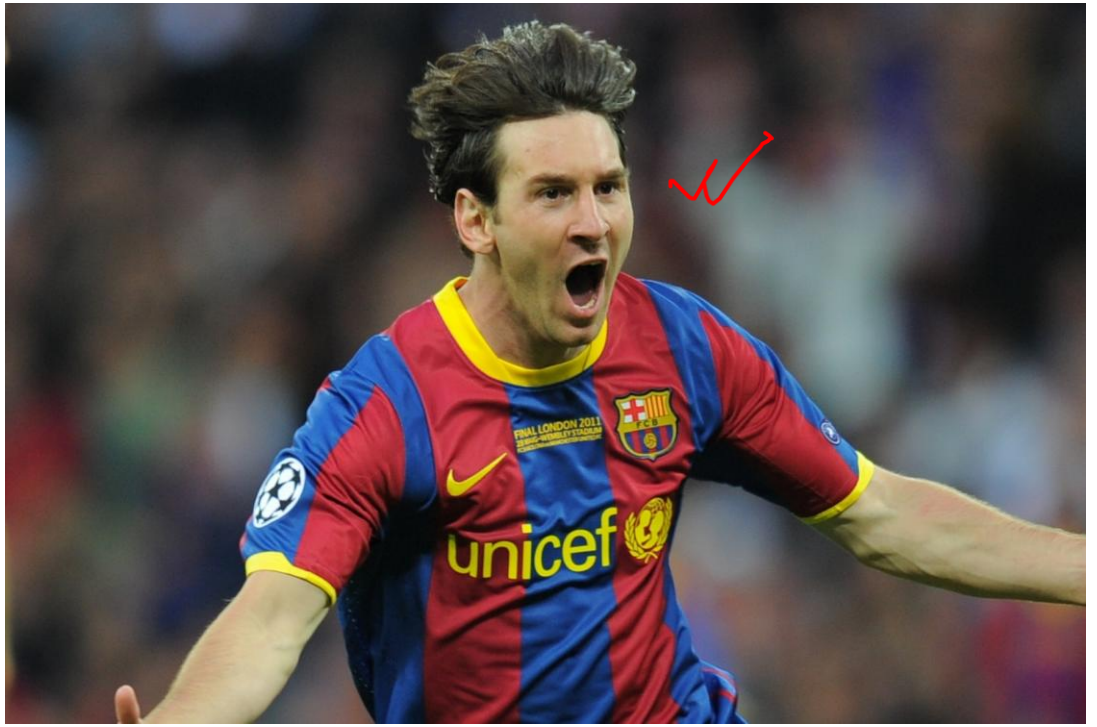

বিশেষণের অতিশায়ন (degree)

বিশেষণ পদ যখন দুই বা ততোধিক বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের মধ্যে তুলনা বোঝায়, তখন তাকে বিশেষণের অতিশায়ন বলে।

P2A

বিশেষণের অতিশায়ন

বাংলা শব্দের বা তদ্ভব শব্দের অতিশায়ন

তৎসম শব্দের অতিশায়ন

বাংলা শব্দের বা তদ্ভব শব্দের অতিশায়ন

দুয়ের মধ্যে অতিশায়ন বোঝাতে চাইতে, হইতে, হতে, থেকে, চেয়ে, অপেক্ষা, ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

গরুর **থেকে** ঘোড়ার দাম বেশি।

বাঘের **চেয়ে** সিংহ বলবান।

P2A

বাংলা শব্দের বা তদ্ভব শব্দের অতিশায়ন

দুয়ের মধ্যে অতিশায়নে জোর দিতে গেলে মূল বিশেষণের আগে অনেক, অধিক, বেশি, অল্প, কম অধিকতর, ইত্যাদি শব্দ যোগ করতে হয়। যেমন-

পদ্মফুল গোলাপের চাইতে **বেশি** সুন্দর।

ঘিয়ের চেয়ে দুধ **বেশি** উপকারী।

কমলার চাইতে পাতিলেবু **অল্প** ছোট।

P2A

বাংলা শব্দের বা তদ্ভব শব্দের অতিশায়ন

বহুর মধ্যে অতিশায়নে বিশেষণের পূর্বে সবচাইতে, সবথেকে, সবচেয়ে,সর্বাধিক, ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন-

তোমাদের মধ্যে করিম **সবচেয়ে** বুদ্ধিমান।

পশুর মধ্যে সিংহ **সর্বাপেক্ষা** বলবান।

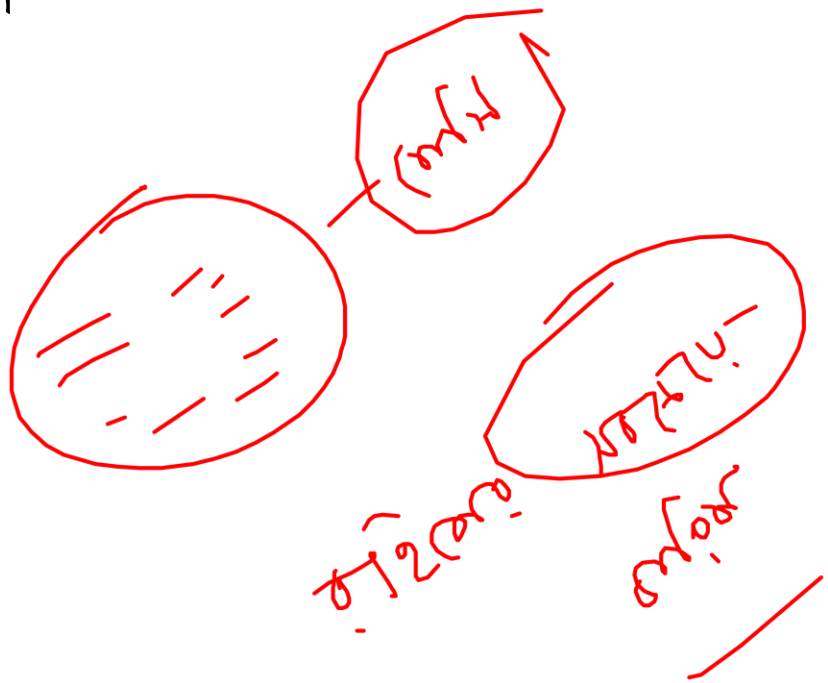

P2A

তৎসম শব্দের অতিশায়ন

দুয়ের মধ্যে তুলনা বোঝালে বিশেষণের শেষে ‘তর’ যোগ হয়

বহুর মধ্যে তুলনা বোঝালে বিশেষণের শেষে ‘তম’ যোগ হয়। যেমন-

গুরু- গুরুতর- গুরুতম

দীর্ঘ- দীর্ঘতর- দীর্ঘতম

P2A

তৎসম শব্দের অতিশায়ন

বহুর মধ্যে তুলনা বোঝালে বিশেষণের শেষে ‘ইষ্ঠ’ প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন-

লঘু- লঘীয়ান- লঘিষ্ঠ

অল্প- কনীয়ান- কনিষ্ঠ

বৃদ্ধ- জ্যায়ান- জ্যেষ্ঠ

শ্রেয়- শ্রেয়ান- শ্রেষ্ঠ

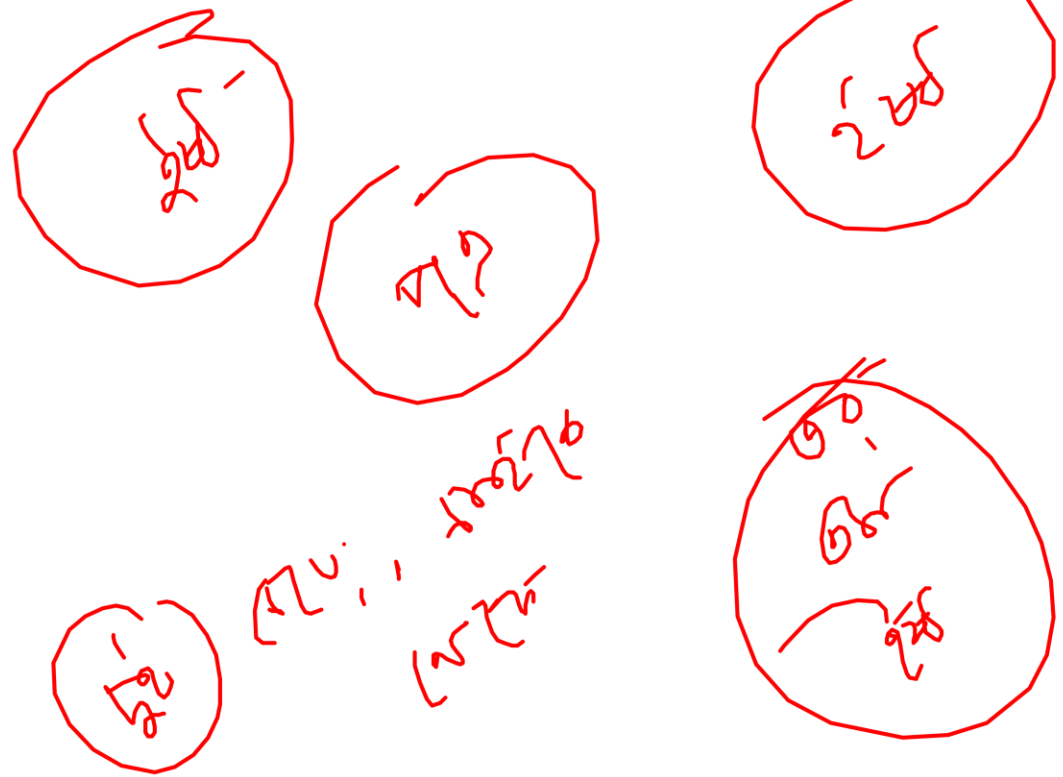

P2A

অব্যয় পদ

অব্যয় শব্দকে ভাঙলে পাওয়া যায় ‘ন ব্যয়’, অর্থাৎ যার কোন ব্যয় নেই।

অব্যয় পদ

- হায় হায়! আগামীমাসে বিসিএস প্রিলি, আমি এখন কী করি!
- কেন, আমি যাব কেন? আমায় কি নেমতন্ন করেছে?
- তোমাকে যেতে বলেছে, অতএব তোমারই যাওয়া উচিত।

P2A

অব্যয় পদ

যে পদের কোন ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না, তাকে অব্যয় পদ বলে।

বিভক্তি যুক্ত হয় না

পুরুষ বা বচন বা লিঙ্গ ভেদে পরিবর্তন হয় না

বাংলা ভাষায় ৩ ধরনের অব্যয় **শব্দ** ব্যবহৃত হয়-

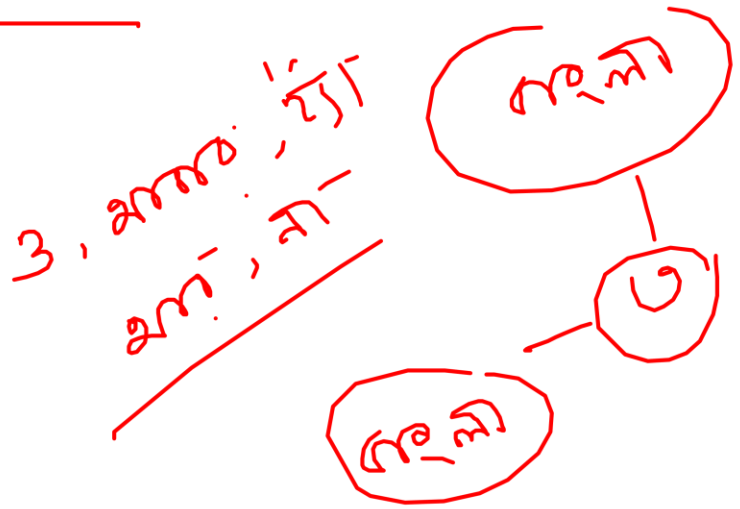

১. বাংলা অব্যয় শব্দ : আর, আবার, ও, হাঁ, না

২. তৎসম অব্যয় শব্দ : যদি, যথা, সদা, সহসা, হঠাৎ, অর্থাৎ, দৈবাৎ, বরং, পুনশ্চ, আপাতত, বস্তুত।

৩. বিদেশি অব্যয় শব্দ : আলবত, বহুত, খুব, শাবাশ, খাসা, মাইরি, মারহাবা

P2A

অব্যয় পদ

‘এবং’ ও ‘সুতরাং’ এই দুটি অব্যয় শব্দও তৎসম, অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা থেকে এসেছে। তবে এ দুটি অব্যয় শব্দের অর্থ বাংলা ভাষায় এসে পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

সংস্কৃতে ‘এবং = এমন’

সুতরাং = অত্যন্ত, অবশ্য’

বাংলায় ‘এবং = ও’

সুতরাং = অতএব’

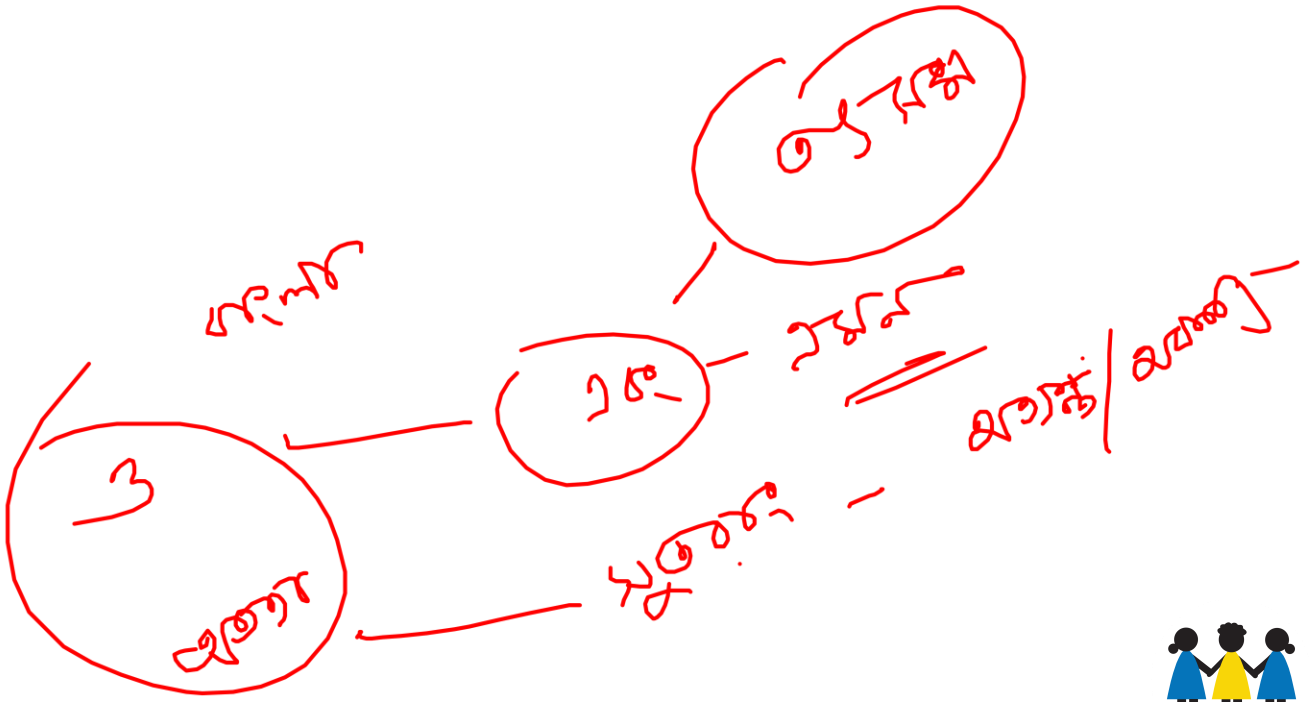

অব্যয় পদ

মূলত ৪ প্রকার

- সমুচ্চয়ী অব্যয়
- অনন্বয়ী অব্যয়
- অনুসর্গ অব্যয়
- অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়

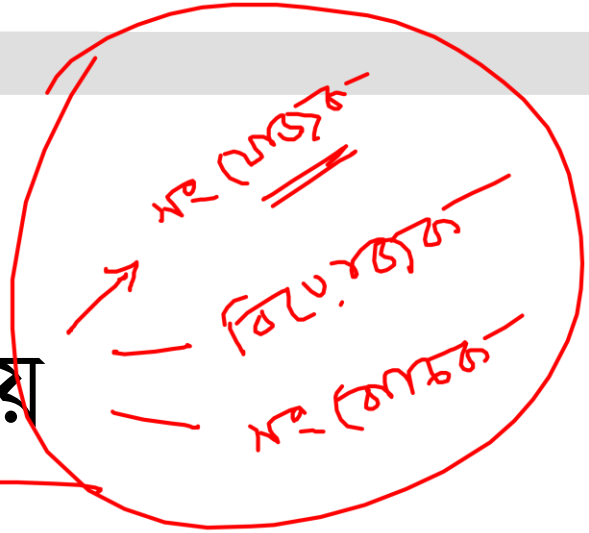

সমুচ্চয়ী অব্যয়

যে অব্যয় পদ একাধিক পদের বা বাক্যাংশের বা বাক্যের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে, তাকে সমুচ্চয়ী অব্যয় বলে। এই সম্পর্ক সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন যে কোনটিই হতে পারে।

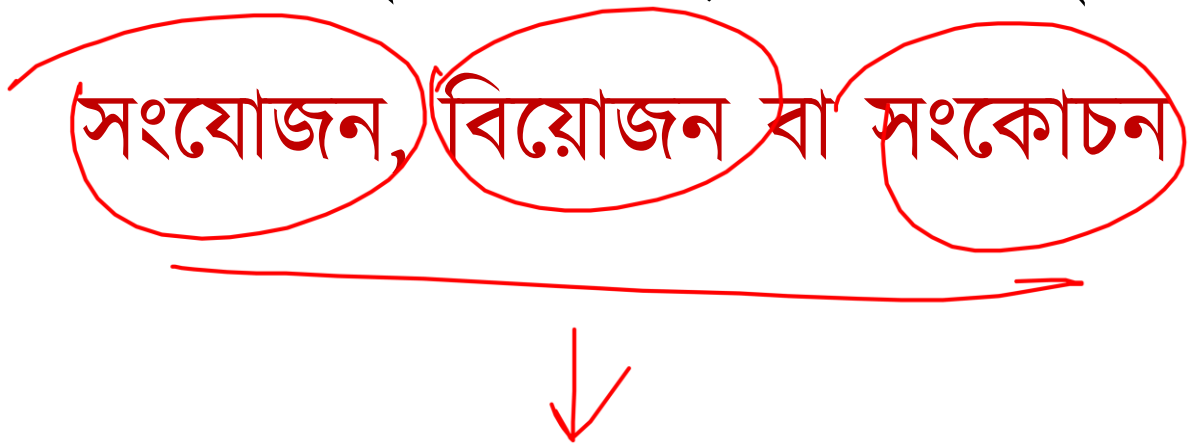

P2A

সংযোজক অব্যয়

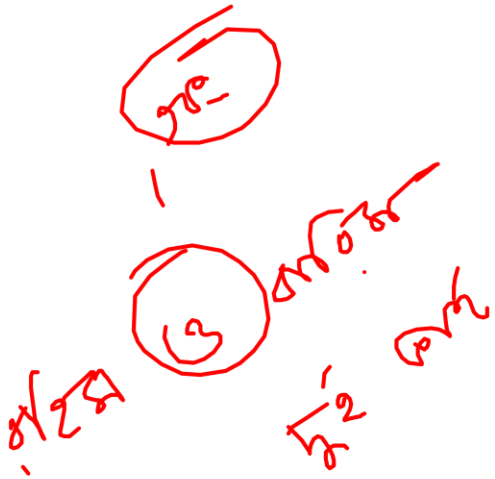

উচ্চপদ ও সামাজিক মর্যাদা সকলেই চায়।

(উচ্চপদ, সামাজিক মর্যাদা- দুটোই চায়)

তিনি সৎ, **তাই** সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে।

তাই অব্যয়টি ‘তিনি সৎ’ ও ‘সকলেই তাকে শ্রদ্ধা করে’ বাক্য দুটির মধ্যে সংযোগ ঘটিয়েছে।

এরকম- ও, আর, তাই, অধিকন্তু, সুতরাং, ইত্যাদি।

P2A

বিয়োজক অব্যয়

রাকিব কিংবা সাকিব এই কাজ করেছে।

রাকিব বা সাকিব- এদের একজন করেছে, আরেকজন করেনি।

P2A

বিয়োজক অব্যয়

সম্পর্কটি বিয়োগাত্মক, একজন করলে অন্যজন করেনি।

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। ('মন্ত্রের সাধন' আর 'শরীর পাতন' বাক্যাংশ দুটির একটি সত্য হবে, অন্যটি মিথ্যা হবে।)

এরকম- কিংবা, বা, অথবা, নতুবা, না হয়, নয়তো, ইত্যাদি।

P2A

সংকোচক অব্যয়

তিনি শিক্ষিত, কিন্তু অসৎ।

(এখানে ‘শিক্ষিত’ ও ‘অসৎ’ দুটোই সত্য, কিন্তু শব্দগুলোর মধ্যে সংযোগ ঘটেনি। কারণ, বৈশিষ্ট্য দুটো একরকম নয়, বরং বিপরীতধর্মী। ফলে তিনি অসৎ বলে শিক্ষিত বাক্যাংশটির ভাবের সংকোচ ঘটেছে।)

এরকম- কিন্তু, বরং, তথাপি, যদ্যপি, ইত্যাদি।

P2A

অনন্বয়ী অব্যয়

যে সব অব্যয় পদ নানা ভাব বা অনুভূতি প্রকাশ করে, তাদেরকে অনন্বয়ী অব্যয় বলে। এগুলো বাক্যের অন্য কোন পদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রেখে স্বাধীনভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন-

অনন্বয়ী অব্যয়

উচ্ছ্বাস প্রকাশে : মরি মরি! কী সুন্দর সকাল!

স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি প্রকাশে : হ্যাঁ, আমি যাব। না, তুমি যাবে না।

সম্মতি প্রকাশে : আমি আজ নিশ্চয়ই যাব।

অনুমোদন প্রকাশে : এতো করে যখন বললে, বেশ তো আমি আসবো।

P2A

অনন্বয়ী অব্যয়

- **সমর্থন প্রকাশে** : আপনি তো ঠিকই বলছেন।
- **যন্ত্রণা প্রকাশে** : উঃ! বড্ড লেগেছে।
- **ঘৃণা বা বিরক্তি প্রকাশে** : ছি ছি, তুমি এতো খারাপ!
- **সম্বোধন প্রকাশে** : ওগো, তোরা আজ যাসনে ঘরের বাহিরে।
- **সম্ভাবনা প্রকাশে** : সংশয়ে সংকল্প সদা টলে/ পাছে লোকে কিছু বলে।

P2A

অনুসর্গ অব্যয়

যেই অব্যয় অনুসর্গের মতো ব্যবহৃত হয়, তাকে অনুসর্গ অব্যয় বলে। যেমন-

ওকে দিয়ে এ কাজ হবে না।

(এখানে 'দিয়ে' তৃতীয়া বিভক্তির মতো কাজ করেছে, এবং 'ওকে' যে কর্ম কারক, তা নির্দেশ করেছে। এই 'দিয়ে' হলো অনুসর্গ অব্যয়।)

P2A

অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়

বিভিন্ন শব্দ বা প্রাণীর ডাককে অনুকরণ করে যেসব অব্যয় পদ তৈরি করা হয়েছে, তাদেরকে অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয় বলে।

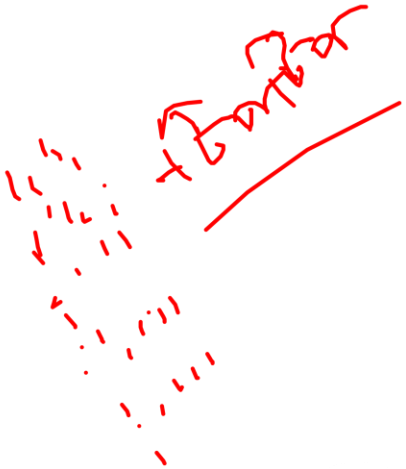

P2A

অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়

- বজ্রের ধ্বনি- কড় কড়
- তুমুল বৃষ্টির শব্দ- ঝম ঝম
- স্রোতের ধ্বনি- কল কল
- বাতাসের শব্দ- শন শন

অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়

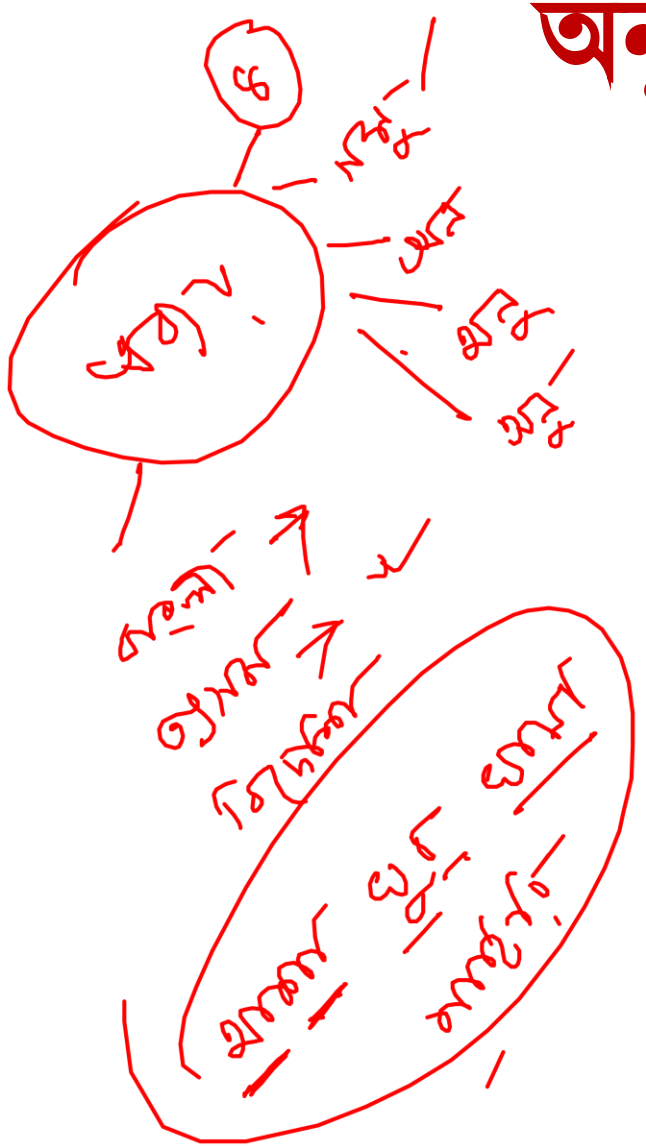

- নূপুরের আওয়াজ- রুম ঝুম
- সিংহের গর্জন- গর গর
- ঘোড়ার ডাক- চিঁহি চিঁহি
- কোকিলের ডাক- কুহু কুহু
- চুড়ির শব্দ- টুং টাং

ক্রিয়াপদ (Verb)

যে পদ দিয়ে কোন কাজ করা বোঝায়, তাকে ক্রিয়া পদ বলে।

ক্রিয়াপদের গঠন

- ক্রিয়ামূল বা ধাতুর সঙ্গে পুরুষ ও কাল অনুযায়ী ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়।

যেমন: ‘যা’ একটি ধাতু

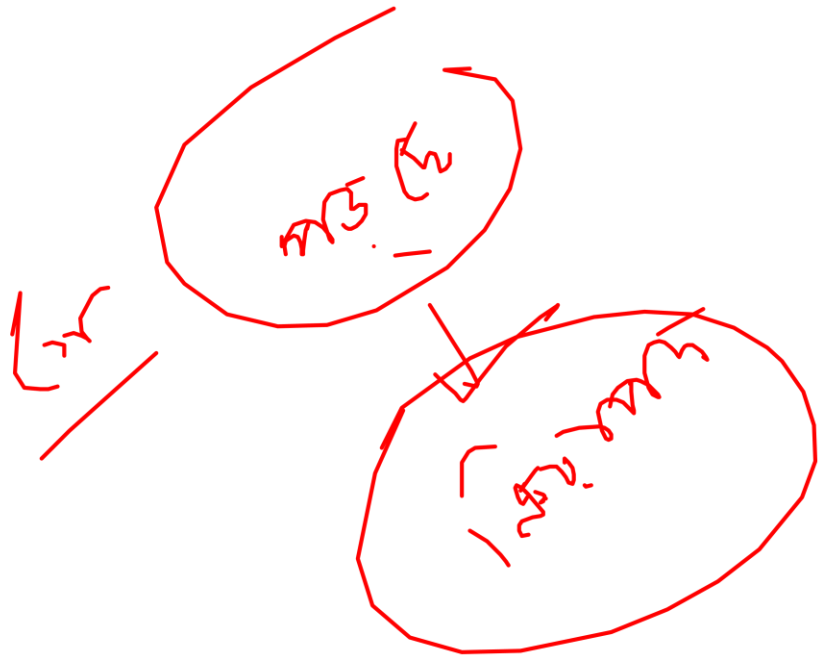

P2A

অনুক্ত ক্রিয়াপদ

ক্রিয়া পদ বাক্যের অপরিহার্য অঙ্গ।

রমেশ আমার ভাই

এই বাক্যে ‘হয়’ ক্রিয়াটি উহ্য থাকে।

ক্রিয়ার প্রকারভেদ (ভাব প্রকাশ)

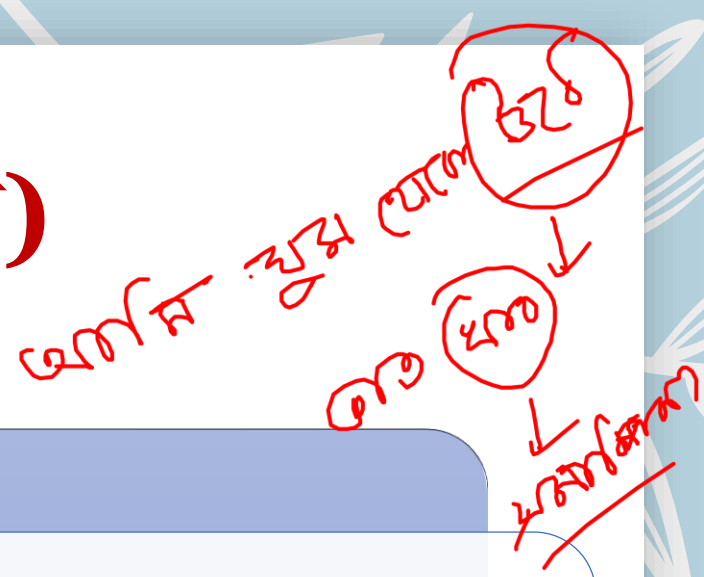

সমাপিকা ক্রিয়া

অসমাপিকা ক্রিয়া

ক্রিয়ার প্রকারভেদ

সমাপিকা ক্রিয়া:

বাবু ঘুমাচ্ছে।

অসমাপিকা ক্রিয়া

সে বিয়ে করে...

সাধারণত অসমাপিকা ক্রিয়ার শেষে **ইয়া, ইলে, ইতে, এ, লে, তে** বিভক্তিগুলো যুক্ত থাকে।

ক্রিয়ার প্রকারভেদ

(কর্মের উপস্থিতি)

- সকর্মক
- অকর্মক
- দ্বিকর্মক ক্রিয়া

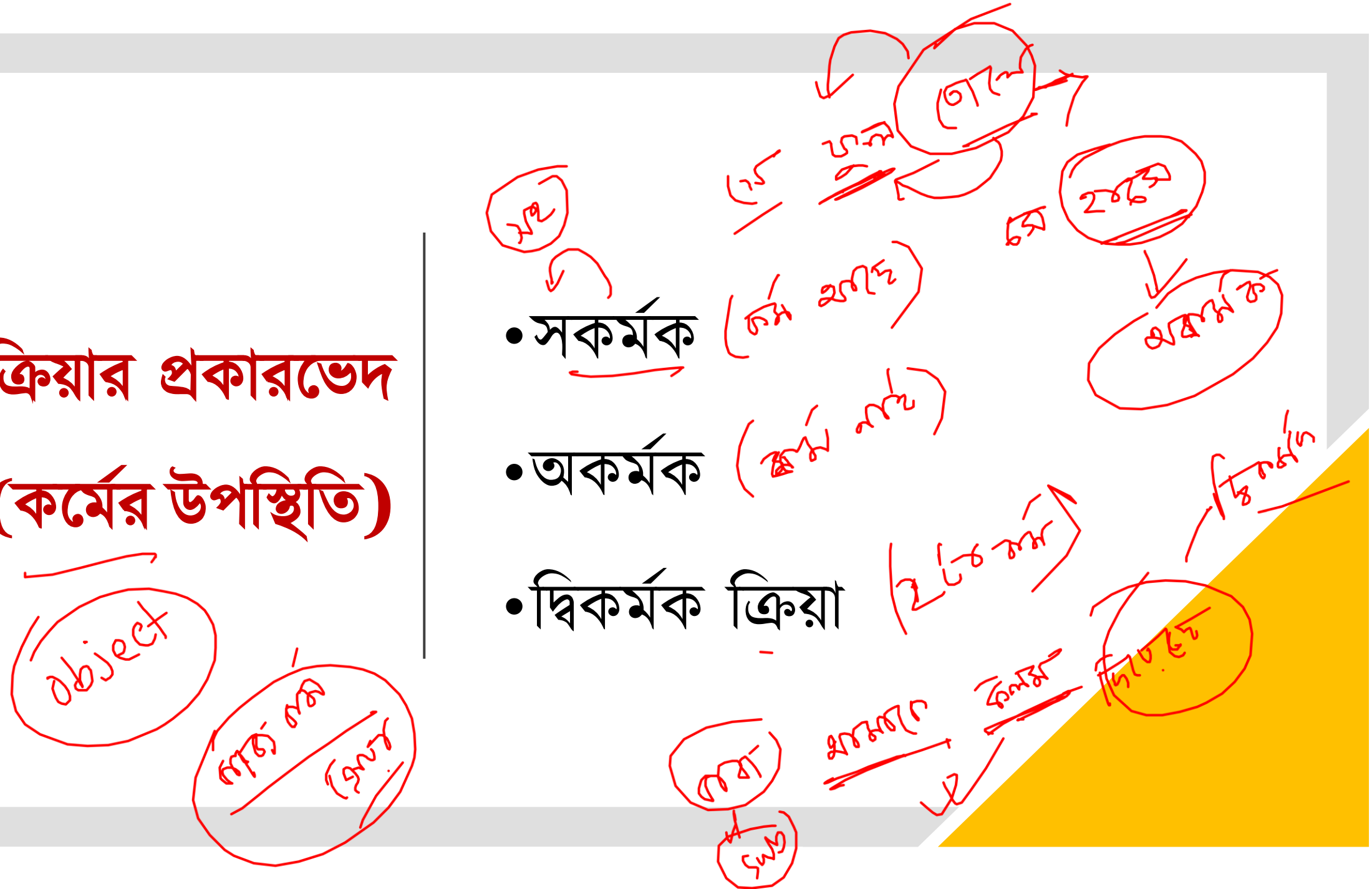

অকর্মক

সে কাঁদে

সকর্মক

সে ফুল দিয়েছে।

দ্বিকর্মক ক্রিয়া

বাবা মেয়েকে বাইক কিনে দিয়েছে।

সমধাতুজ কর্ম

বেশ এক খাওয়া খেয়েছি

বাক্যের গঠন অনুসারে

- প্রযোজক ক্রিয়া-
- নামধাতুর ক্রিয়া
- যৌগিক ক্রিয়া
- মিশ্র ক্রিয়া

P2A

যৌগিক ক্রিয়া

- ঘটনাটা শুনে...
- ছেলেমেয়েরা শুয়ে...
- সাইরেন বেজে...

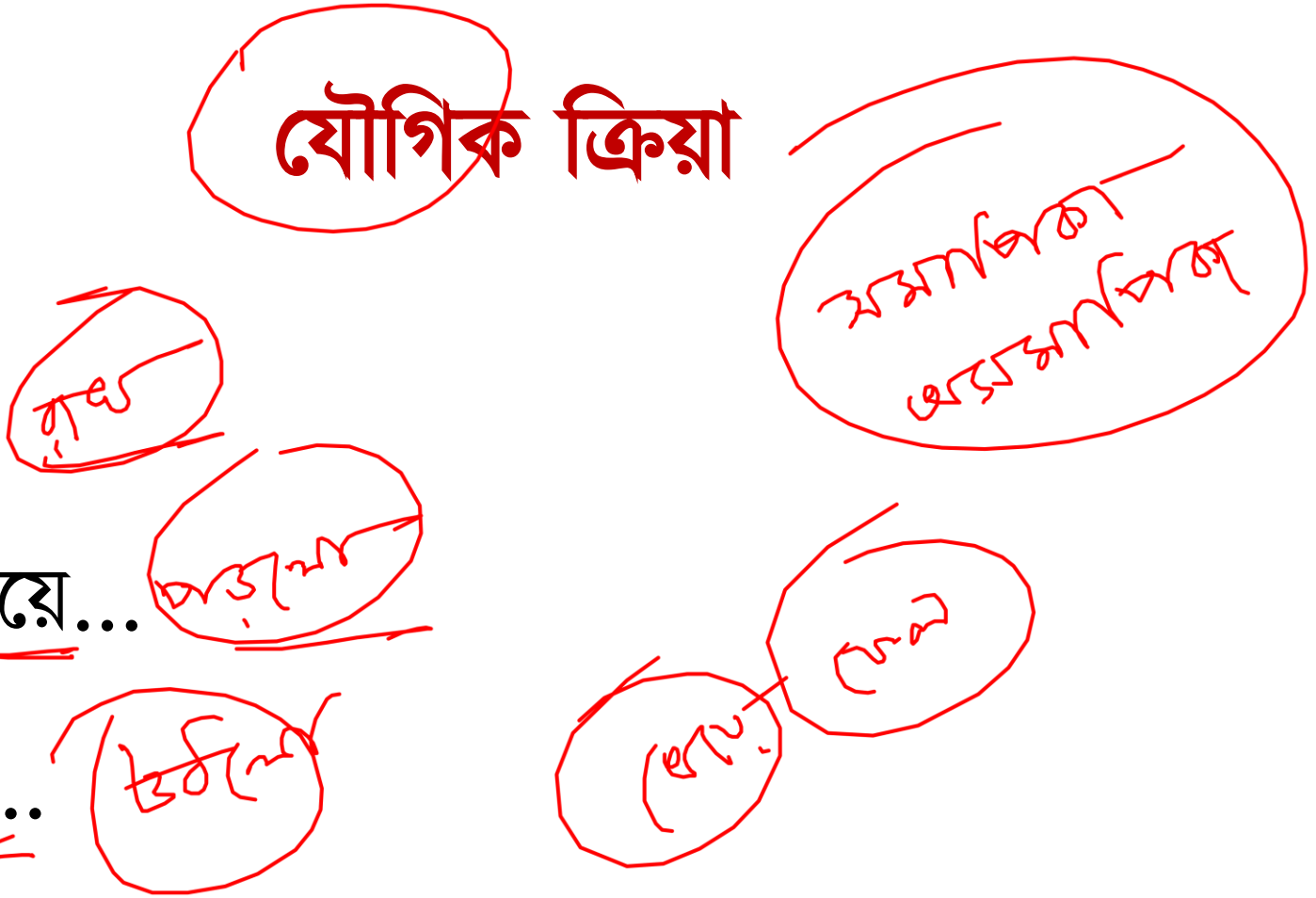

প্রযোজক ক্রিয়া

মা ছেলেকে বৌ দেখাচ্ছেন।

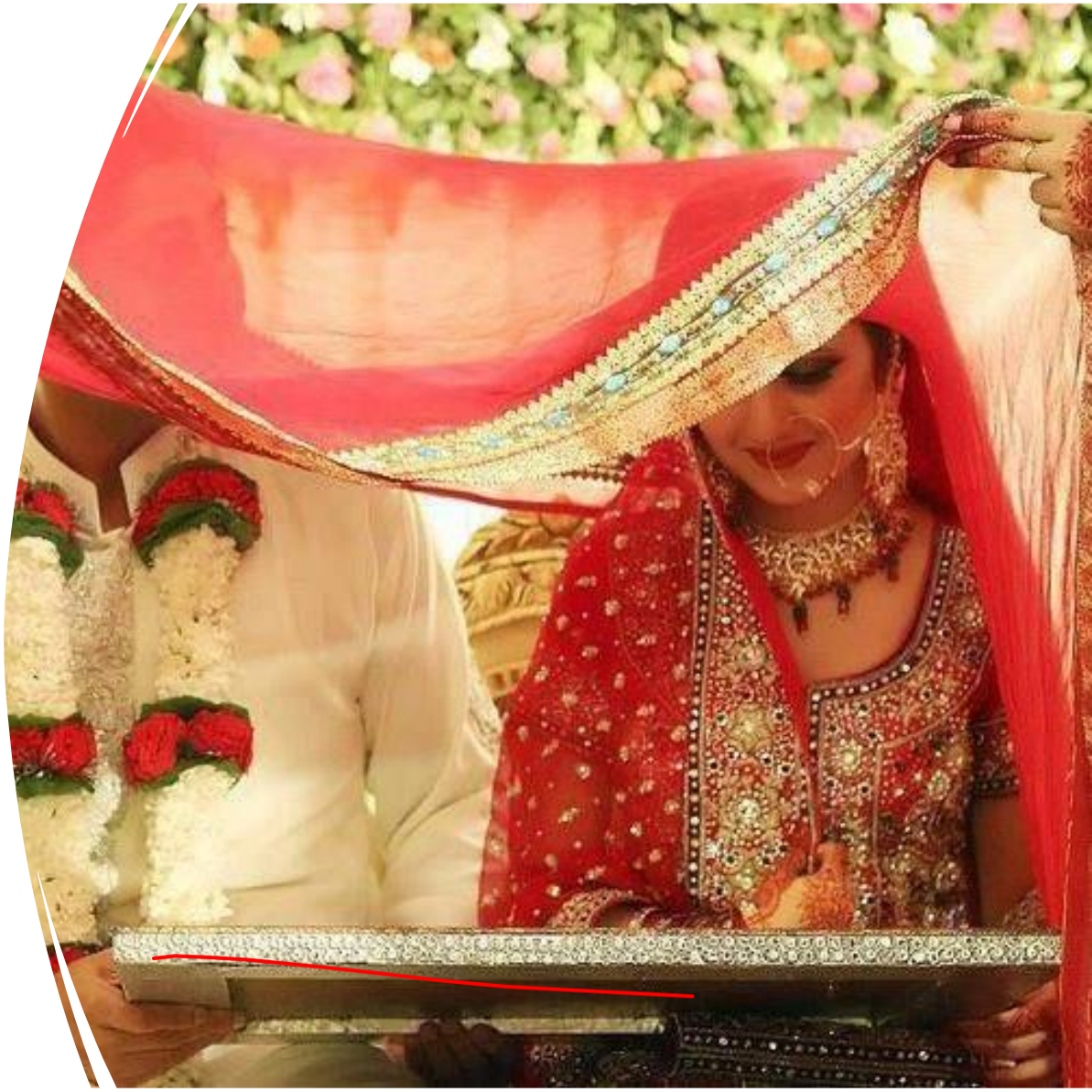

নামধাতু ও নামধাতুর ক্রিয়া-

বিশেষ্য, বিশেষণ ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের পরে **'আ' প্রত্যয়** যুক্ত হয়ে যে সব ধাতু গঠিত হয়, তাদেরকে নামধাতু বলে।

নামধাতুর সঙ্গে ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয়ে যেসব ক্রিয়াপদ গঠন করে, তাদেরকেই নামধাতুর ক্রিয়া বলে।

বিশেষ্য = বেত+আ = বেতা, ক্রিয়াপদ = বেতানো, বেতাচ্ছেন, বেতিয়ে

বিশেষণ = বাঁকা+আ = বাঁকা, ক্রিয়াপদ = বাঁকানো, বাঁকাচ্ছেন, বাঁকিয়ে

ধ্বন্যাত্মক অব্যয় = কন কন+আ = কনকনা, ক্রিয়াপদ = কনকনাচ্ছে, কনকনিয়ে

P2A

মিশ্র ক্রিয়া

বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের **সঙ্গে কর্, হ্, দে, পা, যা, কাট্, গা, ছাড়্, ধর্, মার্,** প্রভৃতি ধাতু যোগ হয়ে ক্রিয়াপদ গঠন করে কোন বিশেষ অর্থ প্রকাশ করলে তাকে মিশ্র ক্রিয়া বলে। যেমন-

বিশেষ্যের পরে : আমরা তাজমহল দর্শন করলাম।

গোল্লায় যাও।

বিশেষণের পরে : তোমাকে দেখে বিশেষ প্রীত হলাম।

ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের পরে : মাথা ঝিম ঝিম করছে। ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়ছে।

P2A

- Thank You

P2A

ক্রিয়াবিশেষণ

যে শব্দ ক্রিয়াকে বিশেষিত করে, তাকে ক্রিয়াবিশেষণ বলে। নিচের বাক্য তিনটির নিম্নরেখ শব্দগুলো ক্রিয়াবিশেষণের উদাহরণ:

ছেলেটি দ্রুত দৌড়ায়। লোকটি ধীরে হাঁটে।
মেয়েটি গুনগুনিয়ে গান করছে।

অনেক সময়ে বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দের সঙ্গে 'এ', '-তে' ইত্যাদি বিভক্তি এবং '-ভাবে', '-বশত', '-মতো' ইত্যাদি শব্দাংশ যুক্ত হয়ে ক্রিয়াবিশেষণ তৈরি হয়। যেমন
আচ্ছামতো, ততক্ষণে, দ্রুতগতিতে, শান্তভাবে, ভ্রান্তিবশত, ইত্যাদি।
ক্রিয়াবিশেষণকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. ধরনবাচক ক্রিয়াবিশেষণ: কোনো ক্রিয়া কীভাবে সম্পন্ন হয়, ধরনবাচক ক্রিয়াবিশেষণ তা নির্দেশ করে। যেমন-
টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে।
ঠিকভাবে চললে কেউ কিছু বলবে না।

২. কালবাচক ক্রিয়াবিশেষণ: এই ধরনের ক্রিয়াবিশেষণ ক্রিয়া সম্পাদনের কাল নির্দেশ করে। যেমন-
আজকাল ফলের চেয়ে ফুলের দাম বেশি।
যথাসময়ে সে হাজির হয়।

P2A

৩. **স্থানবাচক ক্রিয়াবিশেষণ:** ক্রিয়ার স্থান নির্দেশ করে স্থানবাচক ক্রিয়াবিশেষণ। যেমন-
মিছিলটি সামনে এগিয়ে যায়।
তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

৪ . **নেতিবাচক ক্রিয়াবিশেষণ:** না, নি ইত্যাদি দিয়ে ক্রিয়ার নেতিবাচক অবস্থা বোঝায়। এগুলো সাধারণত ক্রিয়ার পরে বসে। যেমন-
সে এখন যাবে না।
তিনি বেড়াতে যাননি।
এমন কথা আমার জানা নেই।

P2A

৫. **পদাণু ক্রিয়াবিশেষণ:** বাক্যের মধ্যে বিশেষ কোনো ভূমিকা পালন না করলেও 'কি', 'যে', 'বা', 'না', 'তো' প্রভৃতি পদাণু ক্রিয়াবিশেষণ হিসেবে কাজ করে। যেমন-

কি: আমি কি যাব?
যে: খুব যে বলেছিলেন আসবেন।
বা: কখনো বা দেখা হবে।
না: একটু ঘুরে আসুন না, ভালো লাগবে।
তো: মরি তো মরব।

গঠন বিবেচেনায় ক্রিয়াবিশেষণকে একপদী ও বহুপদী এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়:
একপদী ক্রিয়াবিশেষণ: আছে, জোরে, চেঁচিয়ে, সহজে, ভালোভাবে ইত্যাদি।
বহুপদী ক্রিয়াবিশেষণ: ভয়ে ভয়ে, চুপি চুপি ইত্যাদি।
একই পদের বিভিন্ন রূপে প্রয়োগ

P2A

অনুসর্গ

- যেসব শব্দ কোনো শব্দের পরে বসে শব্দটিকে বাক্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করে, সেসব শব্দকে অনুসর্গ বলে।
- সে কাজ ছাড়া কিছুই বোঝে না। এই বাক্যে 'ছাড়া' একটি অনুসর্গ।
- কোন পর্যন্ত পড়েছ? এই বাক্যে 'পর্যন্ত' একটি অনুসর্গ।

কয়েকটি অনুসর্গের উদাহরণ।

প্রতি, বিনা, সনে, বিহনে, সহ, অবধি, পর, হেতু, মধ্যে, মাঝে, পরে, থেকে ,ভিন্ন, ওপর, জন্য, জন্যে, বই, ব্যতীত, অপেক্ষা, তরে, সাথে, সঙ্গে, হইতে, পর্যন্ত, সহকারে, পানে, দ্বারা, পাছে, হতে, ভিতর, মাঝারে, চেয়ে, অধিক, পক্ষে, নামে, মতো, নিকট, দিয়া, দিয়ে, দিকে, বরাবর, সামনে, ছাড়া, নিমিত্ত, সম্মুখে, উপরে, নিচে, বদলে, দরুন, কারণে, অভিমুখে ইত্যাদি।

যেসব শব্দের পরে অনুসর্গ বসে, সেসব শব্দের সঙ্গে 'কে'-এ, ইত্যাদি বিভক্তিও যুক্ত হতে পারে।

যেমন: তোমাকে দিয়ে এ কাজ সম্ভব।

সে পরীক্ষার জন্য পড়ছে।

অনুসর্গ দুই প্রকার। যথা: সাধারণ অনুসর্গ ও ক্রিয়াজাত অনুসর্গ।

P2A

- **সাধারণ অনুসর্গ**
- যেসব অনুসর্গ ক্রিয়া ছাড়া অন্য শব্দ থেকে তৈরি হয়, সেগুলোকে সাধারণ অনুসর্গ বলে। যেমন-
- উপরে: মাথার উপরে নীল আকাশ।
- কাছে: কার কাছে গেলে জানা যাবে?
- জন্যে: হারানো খড়িটার জন্য অনেক কেঁদেছি।
- দ্বারা: এমন কাজ তোমার দ্বারা হবে না।

P2A

- **ক্রিয়াজাত অনুসর্গ**
- যেসব অনুসর্গ ক্রিয়াপদ থেকে তৈরি হয়েছে, সেগুলোকে ক্রিয়াজাত অনুসর্গ বলে। যেমন-
- করে: ভালো করে খেয়ে নাও।
- থেকে: ঢাকা থেকে বরিশাল যেতে পদ্মা নদী পার হতে হয়।
- দিয়ে: মন দিয়ে লেখাপড়া করা দরকার।
- গতে: বহুদিন ধরে অপেক্ষা করে আছি।
- বলে: সে সঙ্গে যাবে বলে তৈরি হয়ে এসেছে।

P2A

যোজক

পদ, বর্ণ বা বাক্যকে যেসব শব্দ যুক্ত করে, সেগুলোকে যোজক বলে। যেমন- এবং, ও, আর, অথবা, তবু, সুতরাং, কারণ, তবে ইত্যাদি।
বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যোজককে নিম্নলিখিত শ্রেণিতে ভাগ করা যায়:

১. সাধারণ যোজক: এ ধরনের যোজক দুটি শব্দ বা বাক্যকে যোগ করে।
যেমন- রহিম ও করিম এই কাজটি করেছে।
জলদি দোকানে যাও এবং পাউরুটি কিনে আনো।

২. বিকল্প যোজক: এ ধরনের যোজক একাধিক শব্দ বা বাক্যের মধ্যে বিকল্প নির্দেশ করে।
যেমন- লাল বা নীল কলমটা আনো।
চা না-হয় কফি খান

৩. বিরোধ যোজক: এ ধরনের যোজক বাক্যের দুটি অংশের সংযোগ ঘটায় এবং প্রথম বাক্যের বক্তব্যের সঙ্গে বিরোধ তৈরি করে।
যেমন- এত পড়লাম, কিন্তু পরীক্ষায় ভালো ক
রতে পারলাম না।
তাকে আসতে বললাম, তবু এল না।

৪. কারণ যোজক: এ ধরনের যোজক বাক্যের দুটি অংশের মধ্যে সংযোগ ঘটায় যার একটি অন্যটির কারণ।
যেমন- জিনিসের দাম বেড়েছে, কারণ চাহিদা বেশি।
বসার সময় নেই, তাই যেতে হচ্ছে।

৫. সাপেক্ষ যোজক: এ ধরনের যোজক একে অন্যের পরিপূরক হয়ে বাক্যে ব্যবহৃত হয়।
যেমন- যদি রোদ ওঠে, তবে রওনা দেব।
যত পড়ছি, ততই নতুন করে জানছি।

P2A

আবেগ

মনের নানা ভাব বা আবেগকে প্রকাশ করা হয় যেসব শব্দ দিয়ে সেগুলোকে আবেগ শব্দ বলা হয়। এই ধরনের শব্দ বাক্যের অন্য শব্দগুলোর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত না হয়ে আলগাভাবে বা স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন -ছি ছি! আহা! বাহ! শাবাশ! হায় হায় ইত্যাদি।
নিচে বিভিন্ন ধরনের আবেগ শব্দের প্রয়োগ দেখানো হলো।

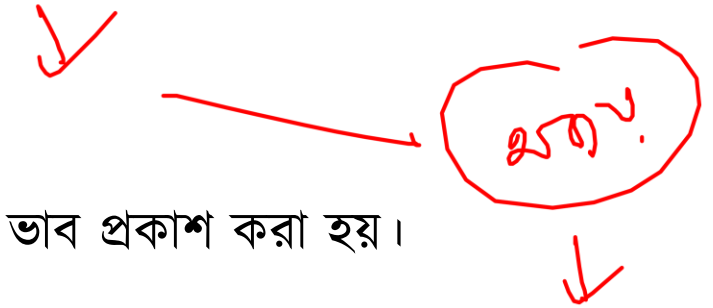

১. সিদ্ধান্ত আবেগ: এ জাতীয় শব্দের সাহায্যে অনুমোদন, সম্মতি, সমর্থন ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করা হয়।
যেমন: হ্যাঁ, আমাদের জিততেই হবে।
বেশ, তবে যাওয়াই যাক।

২. প্রশংসা আবেগ: এ ধরনের শব্দ প্রশংসা বা তারিফের মনোভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়। যেমন-
শাবাশ! এমন খেলাই তো চেয়েছিলাম।
বাহ! চমৎকার লিখেছ।

৩. বিরক্তি আবেগ: এ ধরনের শব্দ অবজ্ঞা, ঘৃণা, বিরক্তি ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়। যেমন-
ছি ছি! এরকম কথা তার মুখে মানায় না।
জ্বালা! তোমাকে নিয়ে আর পারি না।

P2A

- **৪. আতঙ্ক আবেগ:** এ ধরনের আবেগ-শব্দ আতঙ্ক, যন্ত্রণা, কাতরতা ইত্যাদি প্রকাশ করে।
- যেমন- উ! কী বিপদে পড়া গেল।
- বাপরে বাপ! কী ভয়ঙ্কর ছিল রাক্ষসটা।

- **৫. বিস্ময় আবেগ:** এ ধরনের শব্দ বিস্মিত বা আশ্চর্য হওয়ার ভাব প্রকাশ করে।
- যেমন- আরে! তুমি আবার কখন এলে?

- **৬. করুণা আবেগ:** এ ধরনের শব্দ করুণা, মায়া, সহানুভূতি ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশ করে।
- যেমন- আহা! বেচারার এত কষ্ট।
- হায় হায়! ওর এখন কী হবে।

- **৭. সম্বোধন আবেগ:** এ ধরনের শব্দ সম্বোধন বা আহ্বান করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।
- যেমন-হে বন্ধু, তোমাকে অভিনন্দন।
- ওগো, তোরা জয়ধ্বনি কর।

- **৮. অলংকার আবেগ:** এ ধরনের শব্দ বাক্যের অর্থের পরিবর্তন না ঘটিয়ে কোমলতা, মাধুর্য ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য এবং সংশয়, অনুরোধ, মিনতি ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশের জন্যে অলংকার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- যেমন- দূর! এ কথা কি বলতে আছে?
- যাকগে, ওসব কথা থাক।

P2A